বর্তমান সরকারের বিগত দুই বছরের অর্জন সম্পর্কিত প্রতিবেদন

সংস্থাঃ খাদ্য অধিদপ্তর

অর্জিত সাফল্য
১। জনগনের খাদ্য নিরাপত্তা সুদৃঢ় করতে উত্তরাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আগামী ৩-৫ বছরের মধ্যে অন্তত ৮.৩৪লক্ষ মেঃ টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন খাদ্য গুদাম নির্মাণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ৯টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ক) দেশের উত্তরাঞ্চলে আনুষাংগিক সুবিধাদিসহ ১.১০ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প যা গত ১/১০/২০০৯ তারিখ অনুষ্ঠিত একনেকের সভায় অনুমোদন করা হয়েছে। বর্তমানে এর ভৌত কাজ চলছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭০%। খ) মংলা বন্দরে আনুসাংগিক সুবিধাদিসহ ৫০,০০০ মেঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কনক্রিট গ্রেইন সাইলো নির্মাণ প্রকল্পটি গত ০৯/০৩/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহন করা হয়েছে। পরামর্শক সংস্থা নিয়োগও প্রায় চুড়ান্ত পর্যায়ে। গ) সমগ্র দেশে ১.৩৫ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক গত ৮/৬/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ভৌত কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। ঘ) হালিশহরে সিএসডি, চট্টগ্রাম ০.৮৪ লক্ষ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক গত ০৮/০৬/২০১০তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ভৌত কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। ঙ) সমগ্র দেশে ১.০৫ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প দলিল চুড়ান্ত করা হচ্ছে। চ) বগুড়া জেলার সান্তাহার সাইলো ক্যাম্পাসে ১.০০ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভার্টিক্যাল রাইস সাইলো নির্মাণ প্রকল্পের উপর গত ০৬/০৬/২০১০ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পরিকল্পনা কামিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি জাইকার অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হবে। জাইকা ইতিমধ্যে পরামর্শক সংস্থা নিয়োগ করেছে। ইতোমধ্যে পরামর্শক সংস্থা প্রকল্পের ড্রইং ও ডিজাইন প্রণয়নের জন্য প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছে। ছ) সিরাজগঞ্জ জেলার বাঘাবাড়িতে ৫০.০০০ মে: টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভার্টিক্যাল রাইস সাইলো নির্মাণ প্রকল্পের উপর গত ০৬/০৬/২০১০ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। জ) ঢাকা শহরের পোস্তগোলায় সরকারী ময়দা ও পশু খাদ্য মিল ক্যাম্পাসে ১.০০ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভার্টিক্যাল রাইস সাইলো নির্মাণ প্রকল্পের উপর গত ০৬/০৬/২০১০ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ডিপিপি গত ০৬/০৯/২০১০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ঝ) চট্টগ্রাম সাইলো ক্যাম্পাসে আনুষংগিক সুবিধাদিসহ ১,০০,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কনক্রিট গ্রেইন সাইলো নির্মাণ প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৬/০৯/২০১০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভার অপেক্ষায় আছে।

২। জনবল নিয়োগ ও কর্মসংস্থান:

ক) সরকারী খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন যাবত অপুরণকৃত বিভিন্ন পদ পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৪, ২০০৬ ও ২০০৮ সনে লোক নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হলেও এগুলো বাস্তবে রূপ পায়নি। ২০০৯ সনে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পদগুলো পূরণের জন্য সর্বাত্বক উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং এর ফলস্বরূপ ২০১০ সনের ২২ জুন তারিখে নিম্নোক্ত জনবল নিয়োগ করা হয়েছেঃ

খাদ্য পরিদর্শক	- ৩৫০
উপখাদ্য পরিদর্শক	- ২০৯
সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক	- ৪১৯
উচ্চমান সহকারী	- ৫০
অডিটর	- ৩০
সহকারী অপারেটর	- ২০
সুপাইভাইজার	- ৪
সহকারী ফোরম্যান	- ২
মোট	**- ১০৮৪ জন**

খ) ইতোমধ্যে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর আরো ৩৪৫৯টি পদ পূরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ৪র্থ শ্রেণীর মোট ১৮৯৬ টি পদের জন্য ২৬/১২/২০১০ তারিখ হতে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হয়েছে। শীঘ্রই নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা যায়।

৩। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে প্রতিশ্রুতি এই সরকার ঘোষণা করেছে তার আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর আলোকে বর্তমানে নিম্নোক্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছেঃ

ক) বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরে এডিবির সহায়তায় একটি পরীক্ষামুলক Software প্রণয়ন করা হয়েছে। এই Software টি Virtual Private Network(VPN) এর মাধ্যমে টাংগাইল জেলার সকল সংস্থাপনা, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম পোর্ট (সিএমএস), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম সাইলো এবং খাদ্য অধিদপ্তর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ Software এর মাধ্যমে খাদ্যশস্যের মজুদ পরিস্থিতি, খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, চলাচল ও বাজার দর সংক্রান্ত তথ্যাদির আদান-প্রদান করা যাবে। ফলে খাদ্য পরিস্থিতি ও সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার তথ্য আদান-প্রদান সহজতর হবে।

খ) খাদ্য অধিদপ্তরের সকল সংস্থাপনাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব জাপান সরকারের আর্থিক সহায়তার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।